8-3-41

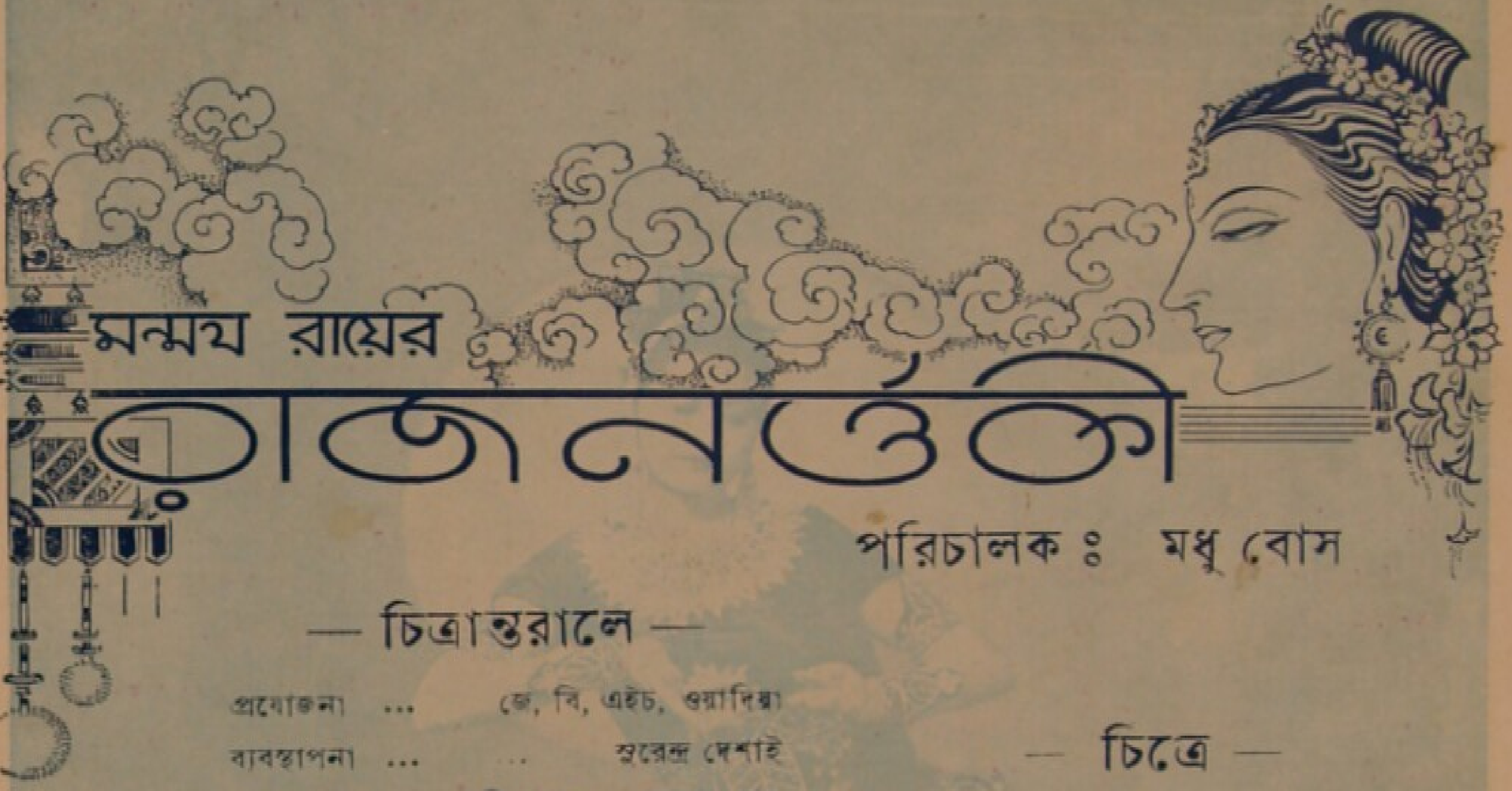

মন্মথ রায়ের

রাজনর্তকী

পরিচালক ঃ মধু বোস

— চিত্রান্তরালে —

প্রযোজনা	...	জে, বি, এইচ, ওয়াদিয়া
ব্যবস্থাপনা	... ...	সুরেন্দ্র দেশাই
আলোকচিত্র	...	যতীন দাস ও প্রবোধ দাস
শব্দ-নিয়ন্ত্রণ	...	বায়রাম বরুচা ও মিনু থামপল্
সুর-সংযোজনা	... ...	তিমিরবরণ
শিল্প-নির্দ্দেশ	... ...	সুধাংশু চৌধুরী
নৃত্য-পরিকল্পনা	...	সাধনা বোস
সম্পাদনা	... ...	শ্যাম দাস
গীত-রচনা	... ...	অজয় ভট্টাচার্য
কারুশিল্প	...	৺পেস্তনজী ও ডি, পি, সিরসৎ
প্রচার-তত্ত্বাবধায়ক	...	কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক

— সহকারী —

পরিচালনায় :	হেমন্ত গুপ্ত
সুর-সংযোজনায় :	প্রতাপ মুখার্জ্জি
আলোকচিত্রে :	ডি, প্যাটেল
ব্যবস্থাপনায় :	অবনী মিত্র ও বেচু সিংহ
সম্পাদনায় :	আর, এম, ঠাকুর

— চিত্রে —

রাজনটী মধুছন্দা	...	সাধনা বোস
কাশীশ্বর গোস্বামী	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
যুবরাজ চন্দ্রকীর্ত্তি	...	জ্যোতিপ্রকাশ
মহারাজ জয়সিংহ	...	মন্মথ রায়
প্রিয়া	... ...	প্রতিমা দাশগুপ্তা
রিয়া	... ...	বিনীতা গুপ্তা
আচংকা	... ...	প্রীতি মজুমদার
মহাকাল	...	বিভূতি গাঙ্গুলী
সেনানায়ক টায়া	...	মণি চাটার্জ্জি
ত্রিপুর-দূত	...	প্রভাত সিংহ
ক্ষ্যাপা	... ...	মৃণাল ঘোষ
রতন দোকানী	...	বেচু সিংহ
পূজারী	... ...	হেমন্ত গুপ্ত
রাজ-প্রহরী	...	অবনী মিত্র
রাজ-ঘোষক	...	প্রতাপ মুখার্জ্জি
শ্রীকান্ত বৈরাগী	...	বিজয় দাস
আয়ি	... ...	রাজকুমারী
জনৈক বৃদ্ধ	...	আহ্‌মদ্

রাজনর্তকী

কাহিনী

অলকার আঁখি পলক হারায় সে যেন অলকানন্দা,
মণিপুরে রহে আঁখি-মণি হ'য়ে রাজনটী 'মধুছন্দা'।
রূপ হেরি' তার রূপের দেবতা অনিমেষে চেয়ে রয়,
ইঙ্গিতে আর সঙ্গীতে আর ভঙ্গীতে মায়াময়।
জানিনা সেদিন কি ছিল লগন, কি ছিল সেদিন তিথি,
আকাশে ছিল কি বাঁকা চাঁদ আর ফুলময় বন-বীথি;
যুবরাজে ভাল বেসেছিল কবে রাজনটী মধুছন্দা,
কে জানে তখন ফুটেছিল কি না পারুল রজনীগন্ধা।
শুধু গেছে জানা চাঁদে ও চকোরে রয়েছে যে ভালবাসা,
তাহারি মোহন মন্ত্রে দু'জনে স্বপনে বেঁধেছে বাসা।
রাধামোহনের দেউলে সেদিন ছিল দেবতার পূজা,
চলেছে সকলে, চলিয়াছে রাজা, চলিয়াছে যত প্রজা।
কল্যাণ লাগি' দয়িতের—নটী করিয়াছে উপবাস,
পূজা আয়োজনে গেছে দিনরাত, বাঁধেনিক কেশপাশ।

শিথিল কবরী এলায়ে পড়েছে, অলকে কুসুম নাহি,
কাজল-বিহীন উজল নয়নে মন্দির পানে চাহি'
পূজারিণী বেশে চলিয়াছে নটী অর্ঘ্য লইয়া হাতে,
প্রতি পদপাতে চারু চরণের চিহ্ন রাখিয়া পথে।
মন্দির দ্বারে আসিয়া প্রথমে রাজনটী পেল বাধা,
"নটীর পূজার নাহি অধিকার" সনাতন বিধি বাঁধা!
যুবরাজ লাগি' মানত করেছে আপনি করিবে পূজা,
সে আশায় বাদ সাধিল পূজারী, সাধিল দেশের রাজা।
ভেঙে গেছে বুক, ভাঙ্গিল আঁখির অশ্রু-যমুনা বাঁধ;
'কোন্ পাপে মোর দয়াল ঠাকুর সাধিলে এমন বাদ?'
মন্দির ত্যজি' গেল চলি' নটী, যুবরাজ পেল ব্যথা,
সে পথে চলিল রাজার কুমার নটিনী গিয়াছে যেথা।
পাহাড়ের ধারে ঝর্ণা যেথায় বয়ে যায় নিজ মনে,
ভাঙ্গা-দেউলের মাঝে যেথা ক্ষ্যাপা পূজে নিজ ভগবানে।
পথের বাউল ক্ষ্যাপা বলে, "মোর পাষাণের নারায়ণ,
নহে সে পাষাণ, হেথা কর্ তোর আরাধন সমাপন।"
পাষাণ-ঠাকুরে পূজা করি' নটী জানাল মনের কথা,
কে জানে পাষাণে বাজে কি না বাজে নটীর বুকের ব্যথা!

***

মণিপুররাজ বয়সে প্রবীণ, চাহিছেন অবসর,
যুবরাজে স্থাপি' রাজার আসনে চাহেন ত্যজিতে ঘর।
শ্রীধামে যাইয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবায় যাপিয়া দিন,
ধূলির এ দেহ তীর্থ-ধূলিতে চাহেন করিতে লীন।
কিন্তু কেমনে হ'বে অভিষেক, রাজা হ'বে যুবরাজ,
হয়নি বিবাহ, রাণীহীন কভু হ'তে পারে মহারাজ?

রাজনর্তকী

তাই আসিয়াছে ত্রিপুরের দূত নারিকেল অসি হাতে
হয় নিতে হ'বে নারিকেল, নহে সমর ত্রিপুর সাথে।
রাজার ঝিয়ারী ত্রিপুর-কুমারী পাঠায়েছে বরমালা,
সে মালা ফিরালে রোষিবে ত্রিপুর, বাধিবে সমর-লীলা।
তুষিতে দূতেরে মহারাজ তাই করেছেন আয়োজন,
হ'বে অভিষেক রাজ-তনয়ের—বাগ্‌দান সমাপন।
শ্রীধাম হইতে শ্রীমহাপ্রভুর পদধূলিকণা বহি
আসিছেন তাই প্রভুপাদ কাশী শতেক যোজন বাহি'।
অভিষেক কালে শ্রীমহাপ্রভুর পরম সেবক জনে
হ'বে বিতরিত পূত পদধূলি সেদিন পরমক্ষণে।

***

আকাশে সেদিন জ্যোছনার মেলা পূর্ণ চাঁদের রাতি,
নটীর দেউলে উঠিয়াছে সবে রাস-উৎসবে মাতি ;
শ্রীরাধা সাজিয়া রাজনটী ক'রে শ্যামলীলা অভিনয়,
প্রিয়েরে হেরিয়া নটিনী বিবশা—রাধা যেন শ্যামময় !

নটী যেন আর নটী নয় আজি, যেন সে প্রেমিকা রাধা:
পিয়া-মুখ হেরি হাসে যুবরাজ, সহসা পড়িল বাধা।
রাজার আদেশ আসিয়া জানাল রাজ-সেনাপতি টায়া.
ভাঙ্গিল স্বপন, রাধা পুনঃ নটী, টুটিল মধুর মায়া।
প্রভুপাদ কাশী, উপনীত আসি' শ্যাম-সুন্দর মঠে,
আনিছেন সাথে সম্পদ পূত পদধূলি করপুটে।
কেহ যদি লয় ছিনায়ে সে ধন—রাজার হ'য়েছে ভয়,
রাজার আদেশ যেতে হ'বে তাঁরে তাদের করিতে জয়।
হাসি' যুবরাজ কহিল টায়ারে, "কহ গিয়া মহারাজে,
বিপদ কি কভু হ'তে পারে যার সাথে পদধূলি রাজে?

প্রভুর সেবক যেই জন তার হেন কথা ভাবা পাপ,
শ্রীমহাপ্রভুর পদধূলি জয় ক'রে যত অভিশাপ।"
ফিরে গেল টায়া, সুরু হ'ল পুনঃ রাস-উৎসব লীলা,
ভাঙ্গা হাটে পুনঃ বসিল তখন শতেক চাঁদের মেলা।
আসিলেন রাজা, কহিলেন রোষে, "এ কী তব আচরণ !
আসে প্রভুপাদ, তুমি হেথা বসি' কর নটী-আরাধন?"
সবারে চমকি' কহিল কে কথা, "এসেছি, এসেছি আমি,
নগরিয়াদের কীর্তন সাথে এসেছি নগরস্বামী !

রাজনর্তকী

হেন রাসলীলা হেরি নাই কভু, মধুর ভকতি হেন,
রাধা-শ্যাম নামে শ্যামরাধাময় ব্রজের ঝিয়ারী যেন।”
নগরিয়াদের দল হ'তে তবে বাহিরিল প্রভুপাদ,
চমকিত সবে, মনে মনে ভাবে ঘটিল বা অপরাধ।
পদধূলি দিয়ে নটীরে আশীষ জানাইতে আগে যায়,
রাজা কহে, প্রভু, ও যে নর্ত্তকী, কি করিছ তুমি হায়!
অসীম ঘৃণায় পানে প্রভুপাদ, দিল না সে পদধূলি,
নটীর আঁখিতে নামিল বাদল, যত আশা হ'ল ধূলি।

•••

নটীর ও তনু ঘিরে,
অতনু রেখেছে শরাসন পাতি'
তীর হানে ফিরে ফিরে।
রাজসভা মাঝে রাজনটী নাচে,
অলকে অলকানন্দা,
তনুর ছন্দে জাগে মাধুরিমা,
নয়নেতে লাগে স্বপন-জড়িমা,
তনুদীপে জ্বালি' তনুর তণিমা
নাচে নটী মধুছন্দা।

ত্রিপুরের দূত মুগ্ধ হেরিয়া নৃত্য সে অপরূপ,
তনুর ছন্দে সুরভিত যেন বেদনার জ্বালা ধূপ।
আপনি জ্বলিয়া দহন-জ্বালায় সুরভি বিলায় সবে,
গন্ধ বিলাতে ধূপের কি জ্বালা সে কথা কে কা'রে কবে?
ত্রিপুরের দূত মণিময় হার দিল তারে উপহার,
সে দান লইতে নটীর আঁখিতে নামিল অশ্রুধার।
ভাঙ্গা দেউলেতে গেল চলি' নটী, পাষাণ ঠাকুরে কয়,
“মণি দিয়া মন ভুলাইতে চাও?—মন মোর মণিময়।”

পাষাণ বুঝিল মনোব্যথা বুঝি, পাথরে জাগিল মায়া,
মনের ঠাকুর দেখা দিল যেন ধরি' কুমারের কায়া!
নারায়ণ-শিলা সমীপে কুমার করে তারে বাগ্‌দান,
সে কথা জানিল দু'টি হিয়া, আর শিলাময় ভগবান।

প্রেম-ডোরে বাঁধা ঝুলনায়
মধু-বায়ে দোলে দুজনায়—
দুই চাঁদ যেন ছু'য়ে ঘিরে রয়,
দুই যেন এক তুলনায়।

তিলে তিলে যেন চাঁদ পুড়ে যায়,
জ্যোছনার মোম ঝরে,
দু'টি হিয়া মাঝে দু'টি আধো চাঁদ
এক হ'য়ে আলো ক'রে!

রাজনটী আর রাজার কুমার
ঝুলনায় বসি' দোঁহে,
বলাবলি করে মরমের কথা,
নভে বসি' চাঁদ পেল সে বারতা,
চখাচখী দোঁহে জানাল সে কথা
মধুর প্রেমের মোহে।

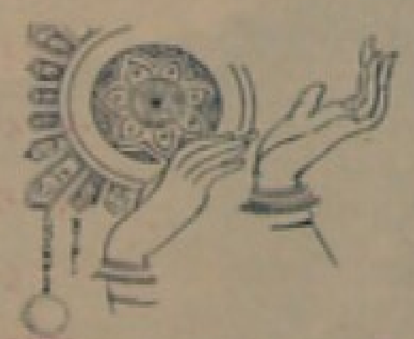

রাজনর্তকী

মহারাজ আসি দাঁড়ালেন সেথা, ভাঙ্গিল প্রেমের খেলা,
"সাহস তোমার অসীম দেখি যে—রাজাদেশ ক'র হেলা।
তোমারে ডাকিতে নটীর দুয়ারে
আসিতে হ'বে কি মোরে?
বাগ্‌দান তব আজি সভামাঝে ভুলেছ কি মোহঘোরে?"
যুবরাজ ক'হে, "বাগ্‌দান মম করিয়াছি সমাপন,
এই মোর বধূ, ভাবী রাণী মোর—শত কামনার ধন।"
রোষে কহে রাজা, "কি কহিছ তুমি ভাবী বধূ তব নটী!
কি কহিবে সবে এই কথা যদি দেশে দেশে যায় রটি?"
সবিনয়ে কহে রাজার তনয়, "স্থির করিয়াছি মনে,
এই বধূ লয়ে অভিষেক যদি হয় হোক্ এই ক্ষণে—
রাজ-মুকুটের অভিলাষ নাই, নাহি চাহি রাজাসন,
শত মুকুটের শ্রেয় আমি বুঝি মোর সাধনার ধন।"
রাজা গেল চ'লে কথা নাহি ব'লে বেদনায় ভরে বুক
আপন তনয় হেন কথা কয় না রাখে পিতার মুখ।
কহে যুবরাজ নটীরে তখন, "চল মোরা যাই চলি',
শ্যামসুন্দর মঠে আমাদের পরিণয় হোক্ কালি।
আমি আসিতেছি প্রাসাদ হইতে, এখনি আসিব কহি',
অসি রেখে যাক্ ত্রিপুরের দূত নারিকেল পুনঃ বহি।"

চলি গেল যুবরাজ।
হরসিত মনে নটী সখীগণে ডাকে, কোথা তোরা আজ!
কোথা 'প্রিয়া' 'রিয়া' শুনে যা আসিয়া
যাবো মোরা অমরায়,
সেথা নিরজনে রচিব দুজনে সুখ-নীড় এ ধরায়।

সাজায়ে দে এসে অভিসার-বেশে,
মেখলায় নীপ-মালা,
অলকা-তিলকা, কাজলের লেখা,
কনক-মণির বালা।

অভিসার-বেশে সাজিতে সহসা পড়িল তাহার মনে,
কামনা পূরাল যে ঠাকুর তারে প্রণমিতে সেই ক্ষণে।
ছুটিল নটিনী ভাঙ্গা দেউলেতে হরষে জানায় নতি,
'দয়াল ঠাকুর তোমারই কৃপায় পেয়েছি পরাণ-পতি।।
ভাবি নাই কভু এইভাবে প্রভু মিটাবে আমার আশা,
মরীচিকা মাঝে মোর লাগি তুমি রচিবে সুখের বাসা!'
দেবতার পায়ে মাথা রাখি' নটী পূজে দিয়া মন-কায়া,
সহসা সেথায় কে যেন আসিল, পড়িল কাহার ছায়া।
চমকি' নটিনী পিছনে ফিরিতে হেরে সেথা প্রভুপাদে,
নিয়তির মত রয়েছে দাঁড়ায়ে সাধে বুঝি বাদ সাধে।

V.Y. Kabe

রাজনর্তকী

নীলাকাশ ভাঙ্গি' পড়িত যদি বা
দেউলেতে সেই ক্ষণে,
জাগিত না বুঝি বিস্ময় তবু
নটীর পরাণে-মনে।
প্রভুপাদ ক'হে, "এ বিবাহ দেবী নহে কভু সদাচার ;
তোমারে বরিয়া যুবরাজ পাবে অপমান-উপহার।
নটী রাজরাণী হয় নাই কভু কোনোদেশে কোনোকালে,
রাজার মুকুট নাহি হ'বে নত নটীর নূপুরতলে।"
হাসি' রাজনটী ক'হে, "শোন প্রভু, রাজাসনে সাধ নাই,
দোঁহে যাবো চলি' মণিপুর ছাড়ি' যেথা মোরা যেতে চাই",
"আপন সুখের লাগিয়া চাহ কি জাতি-দেশে দিতে বলি'
দেশের কি হ'বে জানো কি যদি বা যুবরাজ যায় চলি ?
বৈষ্ণব-আশা ধরম-ভরসা মণিপুর-যুবরাজ,
তারে ল'য়ে কাড়ি ধরমের শিরে হানিতে চাহ কি বাজ?
ত্রিপুরের দূত বিমুখ হইয়া দেশে যায় যদি ফিরে
মহাবলী সেনা মণিপুরে আসি অচিরে ফেলিবে ঘিরে।
দেশ-জাতি যাবে, বিদ্রোহী হ'বে মণিপুরবাসী যত,
সেদিন ঘেরিতে পারিবে কি তারে, যাহারে ঘেরিছ এত?
মহাপ্রভু আজি ভিখারী দুয়ারে, ফিরায়ো না তাঁরে কভু
এ পরম-ক্ষণে ও পরম-প্রেম মাগিছে ভিখারী প্রভু।
তব দয়িতের কল্যাণ লাগি' তব প্রেম করো দান,
বাঁচাও দেশেরে, বাঁচাও জাতিরে বাঁচাও ধরম-মান।
আরও শোন দেবী, মণিপুরবাসী যদিও বা ক'রে ক্ষমা
ত্রিপুর-ভূপাল ক্ষমিবে না কভু, বুঝিছ কি অনুপমা ?
কুমারে সেদিন পারো কি বাঁচাতে ত্রিপুরের রোষ হ'তে,
যুবরাজে বধি' ল'বে প্রতিশোধ মণিপুর-রাজপথে !"
শিহরিয়া ওঠে রাজনটী এবে, প্রভুপাদ পুনঃ কহে,—
"বুঝিতেছি দেবী এ দানে তোমার পরাণে কি দুখ বহে।
সন্ন্যাসী আমি, এ আঘাত তাই পারিয়াছি বুঝি দিতে,
অকালে ঝরায় যে ফুল ফুটেছে ধূলি-ভরা ধরণীতে!"
নটী দিল কথা, 'পরম ভিক্ষা প্রভুরে করিবে দান ;'
মন্দির ত্যজি' গেল প্রভুপাদ, ধরমের বাঁচে মান।

প্রাসাদ হইতে ফিরিয়া আসিল সব ত্যজি' যুবরাজ,
নটীর শিরেতে পড়িল বুঝি বা আকাশ ভাঙ্গিয়া বাজ।
যা'র লাগি' কাঁদে তনু-মন-হিয়া কেমনে ফিরাবে তারে,
কেমনে কহিবে 'চাহিনা তোমারে, আসিয়া দাঁড়ালে দ্বারে
কোমল-শয়ানে পড়িল লুটায়ে সুপ্তির করি ভান ;
যুবরাজ আসি' ভাবিল বুঝি বা হইয়াছে অভিমান।
"এই বুঝি সখি ঘুমের সময় ? ভোর হ'তে দেরী নাই,
চাঁদের প্রদীপ নভে যায় নভে, চল প্রিয়া মোরা যাই।"
অলস তনুতে ঘুমের ছলনা—চাহে নটী আঁখি মেলি
"এই রাতে সুখ-শয়ান ত্যজিয়া বলো কোথা যাবো চলি?"
বিস্ময়ে কহে রাজার কুমার, "একি কথা কহ দেবী,
তব প্রেম লাগি ছাড়িয়া এসেছি যা কিছু আমার সবই।"
হাসে রাজনটী—ক্রন্দনও বুঝি সে হাসির কাছে ভালো
বাদলের মেঘে ঘন-তমসায় শুধু ক্ষণিকের আলো ;—
কহিল নটিনী, "ভুল করিয়াছ, এ তব প্রথম ভুল ;
রাজনটী প্রেম রাজার লাগিয়া, বিভবের সমতুল।
ভিখারীর নহে রাজনটী-প্রেম, রাজনটী হ'বে রাণী,
চেয়েছিনু তাই তোমারে বরিতে, রাজা হ'বে তুমি জানি"

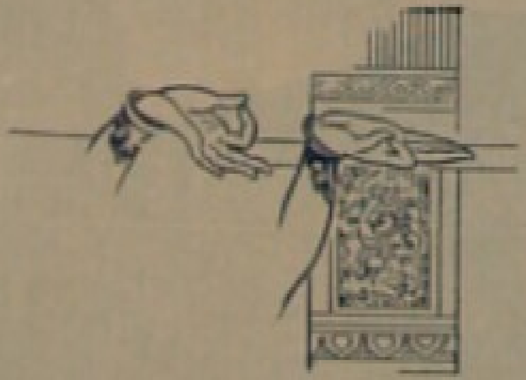

রাজনর্তকী

এ কথা কহিতে কি ব্যথা বাজিল জানে অন্তরযামী !
কহিল কুমার—'পরিহাস তব বুঝেছি আজিকে আমি।'
''নহে পরিহাস, শোন যুবরাজ, নাহি যাবো তব সাথে,
ভিখারীর তরে নটিনী হৃদয়ে কভু না আসন পাতে !
অসীম ঘৃণায় হেরিয়া তাহারে যুবরাজ রোষে কয়,—
''ভালো কথা শোনো, রাজা হ'ব তবে,
নটী-প্রেম লাগি' নয়,
রাজা হ'য়ে মোর প্রথম আদেশ জানিবে সেদিন তুমি।''
রাজার তনয় চলি' গেল, নটী লুটাল সে-ধূলা চুমি ।

***

নবীন ভূপাল দেছেন আদেশ বাগ্‌দান-সভামাঝে,
সভাসদজনে তুষিতে হইবে নটীরে মোহন নাচে।
অকরুণ এই আদেশ হানিল নটিনীর বুকে বাজ,
নিরুপায় নটী, আদেশ দেছেন নিরদয় যুবরাজ।
নাচে রাজনটী অবশ যে তনু
চরণ বহে না আর,
লুটায়ে পড়িল রাজসভামাঝে
না সহি' দুখের ভার ।

* * *

আপনার ঘরে বসি' রাজনটী বাজায় ব্যথার বীণা,
সুরে সুরে তার হিয়া কেঁদে মরে, দয়িত-বিরহে দীনা।
সহসা সেথায় প্রভুপাদ কাশী আসি' হ'ন উপনীত,—
নটী কহে, ''প্রভু, কিবা দিব আর, আর কিছু রাখিনি ত!''
প্রভুপাদ কহে, ''সকল দানের শ্রেয়ঃ দান তব প্রেম,
নটী নহ দেবী, প্রেম তব হেরি যেন নিকষিত হেম ।

মণিপুর মাঝে শ্রীমহাপ্রভুর পরম ভকত তুমি,
পূত পদধূলি তব করে দিয়া তোমারে আজিকে নমি ।''
বিস্মিত নটী, সহসা সেথায় আসে সেনাপতি টায়া,
প্রভুপাদে কহে, ''আপনারে বুঝি ভুলাল নটীর মায়া ?
শ্রীমহাপ্রভুর ভকত যতেক সারা মণিপুরবাসী
পদধূলি লাগি' রাজপ্রাসাদেতে উপনীত সবে আসি ।''
হাসি' প্রভুপাদ কহিল টায়ারে, 'বল গিয়া তুমি সবে,
যে চাহে এ ধূলি তাহারে স্বয়ং হেথায় আসিতে হবে।
শুধু নহে তাই, রাজনটী নিজে করিবে তা বিতরণ,
যে চাহে তাহারে নিতে হ'বে ধূলি, ভকতের মহাধন !''

***

শ্রীমহাপ্রভুর পূত পদধূলি নটিনী করিবে দান,
সহিবেনা কভু মণিপুরবাসী হেন হেয় অপমান ।
ছুটিল সকলে মারিবে নটীরে, ক্ষেপিল দেশের প্রজা,
হেন অপমান,—নটীরে বধিয়া দিতে হ'বে তারে সাজা।
ছুটিল সকলে উন্মাদপ্রায়, বধিবে সকলে মিলি
পদধূলি হাতে রাজনটী আসি দাঁড়াল দুয়ার খুলি' !

***

তারপর……?

রাজনর্তকী

গীতাংশ

(১)

ক্ষ্যাপা :

দুয়ারখানি খুলে নারে ওদের দুয়ার খুলল না,
এই তো হ'ল ভালো,
ওরাই আজি বন্দী হ'ল বাহির হাওয়ায় দুলল না,
তুইতো পেলি আলো,
এইতো হ'ল ভালো।
ওরা নিল জয়ের মালা,
তোরে দিল কতই জ্বালা ;
সেই জ্বালাতে পূজার প্রদীপ জ্বল্‌লো রে তোর জ্বল্‌লোরে
ঘুচ্‌ল আঁধার কালো।
এইতো হ'ল ভালো।
এবার চিন্‌বি তারে বাহিরে যে চির-গোপন
তার অভিসার প্রাণে প্রাণে সবার পথে নয়রে কখন।
শত দুখের আঘাত হানি'
সে পাঠালো লিপিখানি,
একাই যাবি একার লাগি কাঁটায় কুসুম ফুটলরে,
অলখে ফুটালো।
এইতো হ'ল ভালো।

(২)

প্রিয়া ও কোরাস :

মিলন রাসখেলা
ধূলায় চাঁদের মেলা
মাধুরী চাহে সখি মধুর জনে।
শ্যাম-রাধা মিলে হেন
নিকষে কনক যেন
চন্দন মিলে নীল সলিল সনে।

রাজনর্তকী

(৩)

শ্রীকণ্ঠ :

মাধব মিনতি করি তোমায়,
তিল তুলসী দিয়া এ দেহ দিনু পায়।
কত যে দোষ মম, কিছুতো নাহিক গুণ,
তবু যে আমি তব, তুমি হে মম।
জগতের নাথ তুমি, জগতে তরাইবে,
জগত বাহির কিগো পরাণ মম॥
অসীম তোমার লীলা,
সে লীলার আমি লীলা—
তুমি বাঁশরীর সুর আমি তার সাড়া।
বিপুল সাগর তুমি,
তরঙ্গ তাহে আমি—
তোমাতে জনম লভি' তোমাতেই হারা,
শ্যাম সে তো শুধু নাম এ রাধিকা ছাড়া॥

(৪)

প্রিয়া :

তুমি কোনোদিন যমুনা সিনানে
গিয়াছিলে নাকি একা,
শ্যামের সহিতে কদম্ব তলাতে
হইয়াছিল নাকি দেখা।
সেইদিন হ'তে সে ও পথেতে
ক'রে নাকি আনাগোনা,
'রাধা' 'রাধা' বলি' বাজায় মুরলী
তাহে হৈল জানাশোনা।

(৫)

মধুছন্দা :

সখি, শ্যাম আছে হিয়াময়;
সে প্রেম-কাহিনী যত কহি' সখি
তিলে তিলে নব হয়।
জনম অবধি আমি ও রূপ হেরিনু,
আঁখি-তৃষা মিটিল না কভু,
কত যুগ যুগ ধরি' হিয়ে হিয়া রাখিনু
জ্বালা মোর জুড়াল না তবু॥

(৬)

ক্ষ্যাপা :

আজি আনন্দ নিধুবনে,
কত যে বিরহ সহি' অহরহ
রাধা মিলে কানুসনে।
কত আঁখিজল অদেখা অনল
মিলন সে দূরে ছিল,
এপার মিলিছে ওপারের সনে
বিধি যে মিলায়ে দিল॥

রাজনর্তকী

(৮)

মধুছন্দা :

নীল পাহাড়ের পাশে
ঐ বাঁকা চাঁদ হাসে
ঘরে নয়, চল্ দূরে বাহিরে।
রাতি মোর গীতিময়
ঘুম ঘুম আজি নয়
বল্ দেখি আমি কারে চাহিরে॥
কাণে নয়, প্রাণে বাজে
বেণু তার, মরি লাজে,
গাহিব না ভাবি, তবু গাহিরে :
ঘরে নয়, চল্ দূরে বাহিরে॥

(৭)

প্রিয়া ও আচংকা :

রাধা আর শ্যাম যেথা করে খেলা
তারে কহে রাসমঞ্চ,
তুমি আর আমি যেমতি করিলে
হ'বে তাহা ফাঁসিমঞ্চ।
সখা, রাসের ঝুলনায় হ'ল না ঝোলা,
গলে দড়ি দিয়ে ঝুলিতে হবে !
ওদের হাসি মোদের ফাঁসি সমান কথা—
তাই ওদের রাসমঞ্চ
মোদের ফাঁসিমঞ্চ হ'ল গো,
এ জীবনে আর প্রেম করা হ'ল না গো—
ওদের রাসমঞ্চ হ'ল মোদের ফাঁসিমঞ্চ।

পরিবেশক—লালজী হেমরাজ হরিদাস, ১১এ, এসপ্লানেড ইষ্ট

Imperial Art Cottage—Calcutta

WADIA RINGS UP THE CURTAIN *on*
A scroll of Love
from a classic tale

MANTHAN

Starring

RADHA RANI

Supported by

S. MANSOOR
RAJKUMARI
DILIP KUMAR
and others

मंथन

Directed by: RAMJI ARYA